বঙ্গভূমির প্রতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর :

৪।

ক) কবি তাঁর দেশমাতৃকা তথা বঙ্গভূমির কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন যেন দেশ-মা তাঁকে মনে রাখেন। প্রবাসে থাকাকালীন যদি তাঁর মৃত্যুও হয়, তাতেও তিনি দুঃখ পাবেন না। যদি দেশমাতা তাঁকে মনে রাখেন, তাহলে যমকেও তিনি ভয় পান না।

খ) লাইনটি মধুকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় পড়েছি।

আলোচ্যমান কবিতায় কবি বলতে চেয়েছেন মানুষ জন্মগ্রহণ করলে তাকে একদিন মরতেই হয়, কেউই অমর নয়। যেমন জীবনরূপ নদীতে জল কখনও স্থির হয়ে থাকে না, তেমনি মানুষের জীবনও যে-কোনো দিন শেষ হয়ে যেতে পারে।

গ) মধুকবি মধুসূদন দত্ত বঙ্গমাতাকে লক্ষ্য করে কথাগুলি বলেছেন।

Scanned with CamScanner

এই উক্তির মধ্য দিয়ে কবি নিজেকে তুচ্ছ মনে করে বঙ্গমাতাকে বড় করে দেখে শ্রদ্ধাশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।

ঘ) প্রশ্নোদ্ধৃত অংশটির বক্তা মধুকবি মধুসূদন দত্ত।

কবির মনের সাধ পূরণ করতে গিয়ে যদি কোনো ভুল ঘটে থাকে, তবুও বঙ্গমাতা যেন তাঁর লালপদ্ম সদৃশ মনকে মধুহীন না করেন কেননা বঙ্গভূমিকে ছেড়ে তিনি বিদেশে গমন করলেও তাঁর যে ভালোবাসা বা ভালোবাসার টান সেটি আজন্ম বঙ্গভূমির প্রতি তাই কবি আলোচ্য উক্তিটির অবতারণা করেন।

ঙ) কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বঙ্গভূমিকে 'জন্মদে', 'সুবরদে' প্রভৃতি নামে সম্বোধন করেছেন।

চ) টীকা :

অমৃত-হ্রদ : অমৃত-হ্রদ কথাটির অর্থ হল সুধাপূর্ণ হ্রদ। যা জীবকুলকে অমরতা দান করে। কবি মধুসূদন দত্ত 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় মৃত্যুর অনিবার্যতা বোঝাতে গিয়ে শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, কোনো মাছি যদি অমৃতে পড়ে, তবুও অমৃতের সঞ্জীবনী গুণ তাকে অমরতা দেয় না, পরিবর্তে তার মৃত্যু হয়।

Scanned with CamScanner